ভোরের কাগজ

তারিখ JAN. 17 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

10

তরুণী লাঞ্ছনা

ছাত্রলীগের একাংশের তৎপরতায় আরেক অংশ ক্ষুব্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : টিএসসিতে তরুণী লাঞ্ছনার ঘটনায় যুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের বাঁচাতে সংগঠনের একাংশের তৎপরতায় অপর অংশ ক্ষুব্ধ। তারা নিজেদের কর্মীর চাইতে সংগঠনের ভাবমূর্তির উপরই বেশি জোর দিচ্ছেন।

এদিকে লাঞ্ছনার ঘটনার মূল হোতা রাসেল ও টুটুলের বন্ধু তড়িৎ-এর এক আত্মীয়ের মুখে ঘটনার বর্ণনা জানা গেছে। বর্ণনা মতে, রাসেল এবং তার সহযোগীরাই শাওনকে লাঞ্ছিত করে।

তড়িৎ ঘটনার পরদিন ঐ আত্মীয়ের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেছিল। বর্ণনা অনুযায়ী, রাসেল, টুটুল, তড়িৎ, রিপন, হিল্লোল, মিল্টন, মঞ্জুসহ আরো কয়েকজন একসঙ্গে ঐ রাতে টিএসসিতে গিয়েছিল। শাওন টিএসসিতে আসার পর সেখানে উপস্থিত রাসেল প্রথমে শাওনকে 'এসো নাচি' বলে নাচার প্রস্তাব দেয়। এরপর তাদের মধ্যে

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ছাত্রলীগের একাংশের

● প্রথম পাতার পর

একজন শাওনকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়। বর্ণনা মতে রাসেলসহ কয়েকজন তখন মাত্রাতিরিক্ত মদ পান করা অবস্থায় ছিল। তবে তড়িৎ নিজে মদ খায়নি এবং দূরে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের কীর্তি দেখেছে।

তড়িৎ গণিত ২য় বর্ষের ছাত্র। তার গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জে। তার বাবা মানিকগঞ্জের একটি কলেজের অধ্যক্ষ। তড়িৎ, রাসেল এবং অন্যরা ছাত্রলীগের একই ধারার রাজনীতি করে। কিছুদিন আগে ছাত্রলীগ সভাপতি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদকসহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা মানিকগঞ্জে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে তড়িৎদের বাড়িতে আতিথিয়েতা গ্রহণ করেন। তড়িৎ বর্তমানে মানিকগঞ্জে রয়েছে।

ছাত্রলীগের একজন নেতা বলেন, রাসেল এবং তার সহযোগীরাই তরুণী লাঞ্ছনাকারী। এ নিয়ে ঘটনার পর থেকে সংগঠনের অভ্যন্তরে ক্ষোভ বিরাজ করছে। কিন্তু পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ নিশ্চিত ন হওয়ায় তারা কেউ এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি। অপরাধীরা এ ব্যাপারে সংগঠনের 'বড়ো ভাই' এবং অনুসরণীয় নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে। প্রকৃত লাঞ্ছনাকারীদের বাঁচাতে তাদের দু'একজন গত ৪ জানুয়ারি থেকে নিয়মিত ডিবি অফিসে যাতায়াত করেছেন।

ডিবি অফিসে যাতায়াতের খবর প্রকাশিত হলে সংগঠনের অভ্যন্তরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। লাঞ্ছনাকারীরা যাদের অনুসারী নয় তারা এ বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ। তারা কয়েকজন কর্মীকে বাঁচানোর চেয়ে সংগঠনের ভাবমূর্তির উপর এখন বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন। রাসেল ও টুটুল অপরাধী হিসেবে শনাক্ত হওয়ার পর ছাত্রলীগের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা লাঞ্ছনাকারীদের সংগঠনের কর্মী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে তাদের কেউই নিজেদের নাম প্রকাশ করতে চায়নি। নেতৃবৃন্দের কয়েকজন শ্লেষ প্রকাশ করে বলেন, 'তারা সব মেধা কোটার কর্মী। বিশ্বায়নের স্বপ্ন দেখতো। সংগঠনের আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত হতে পারেনি। এ জন্যই তাদের আজ এ অবস্থা।'

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন ভোরের কাগজকে বলেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ লাঞ্ছনাকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। তারা কেউ সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছে না। তিনি বলেন, এ সব লাঞ্ছনাকারীকে পশুর মতো খাঁচায় ভরে টিএসসিতে হাজার হাজার মানুষের সামনে প্রদর্শন করা উচিত। তিনি সকল লাঞ্ছনাকারীকে সংগঠন থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হবে বলে জানান।